দৈনিক
ইত্তেফাক

28 DEC 2013
৮ ৭

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা : নতুন সূচনা

মাহফুজ আল হাসান

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমতি নিয়ে প্রথমবারের মতো অভিন্ন প্রশ্নে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শাহজালাল এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, গত আড়াই মাস ধরে যার প্রস্তুতি চলছিল। আড়াই মাস পর, পরীক্ষার ঠিক কয়েকদিন আগে হঠাৎ করেই সিলেটে সমন্বিত পরীক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। যাহোক, পরে বিষয়টির সুরাহা হয়। সে সময় বলা হয়, একসঙ্গে পরীক্ষা হলে সিলেটের শিক্ষার্থীরা বৈষম্যের শিকার হবে। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে বৈষম্যটা কিসের বৈষম্য? শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গত বছর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষাগুলোর কোনোটিতেই যদি এই পর্যন্ত কোনো বৈষম্য ঘটে না থাকে তাহলে হঠাৎ করেই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষার প্রথম সূচনায় কোথা থেকে বৈষম্যের উদয় হবে তা ঠিক বোধগম্য হয়নি। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বিত পরীক্ষায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের স্বকীয়তা পুরোপুরি বজায় রেখে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে। পার্থক্য শুধু পরীক্ষা হবে এক প্রশ্নে, একই সময়ে এবং শিক্ষার্থীরা নিজেদের পছন্দ মতো পরীক্ষার কেন্দ্র গ্রহণ করতে পারবে। এতে অবশ্যই ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের ভোগান্তি কমবে। ভোগান্তির প্রশ্ন কেবল সেই বুঝতে পারে যে ভোগান্তির মধ্যে পড়ে। খুলনা বিভাগে অবস্থিত কোনো জেলার শিক্ষার্থী যদি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে চায় তাকে কষ্ট করে আর খুলনা থেকে সিলেটে যেতে হবে না, সে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বসেই শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে; একই ব্যাপার ঘটবে যদি সিলেট বিভাগের কোনো শিক্ষার্থী যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে চায় তাহলে তাকে কষ্ট করে সিলেট থেকে যশোর আসতে হবে না। একদিনে যদি সমন্বিত পদ্ধতিতে সকল মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষা অভিন্ন প্রশ্নে হতে পারে তবে শাহজালাল এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন অভিন্ন প্রশ্নে ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারবে না? প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের স্বকীয়তা পুরোপুরি বজায় রেখে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকলে কোনো বৈষম্যর প্রশ্নই আসে না।

বিশ্ববিদ্যালয় কোনো জেলার নয়, বিশ্ববিদ্যালয় দেশের, দেশের প্রতিটি মানুষের। দেশের মানুষের করের টাকায় চলে বিশ্ববিদ্যালয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয় কোনো জেলার নিজস্ব সম্পত্তি হতে পারে না। জেলার সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে। যদি জেলার প্রাধান্যই বেশি দিতে হয় তো, বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় না; 'জেলাবিদ্যালয়' হিসেবে পরিচিত করাটা হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই নয়।

সমন্বিত পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে সমস্যাটা যতটা না বাইরের তার চেয়েও বেশি হচ্ছে ভেতরের। সুনির্দিষ্ট ও গঠনমূলক নীতিমালার মাধ্যমে এই নতুন পদ্ধতিকে গ্রহণ করার ব্যাপারে সবার ভেবে দেখা উচিত। সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার এই সূচনাকে মাইলফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষার সময় সংঘটিত ডিজিটাল দুর্নীতিসহ অন্যান্য দুর্নীতি ও অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করা। এসব দুর্নীতি মেধাবী শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করে আসছে। প্রযুক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার হলের দুর্নীতিরও পরিবর্তন এসেছে। যদি ভাবতে হয়, বিরোধিতা করতে হয়, আন্দোলন করতে হয় তবে এইসব দুর্নীতি বন্ধের জন্য ভাবতে হবে, বিরোধিতা করতে হবে এবং আন্দোলন করতে হবে। অর্থ ও দুর্নীতির কাছে মেধার পরাজয় ঘটলে সেগুলোকে বুঝতে হবে।

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়